হাবিপ্রবি বার্তা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি), দিনাজপুর

HAJEE MOHAMMAD DANESH SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY (HSTU), DINAJPUR

বর্ষ - ৬ ॥ সংখ্যা - ১২ ॥ জুলাই - ডিসেম্বর ২০২২

হাবিপ্রবিকে স্মার্ট ক্যাম্পাসে রূপান্তরিত করা হবে-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫ টায় একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কাজী নাবিল আহমেদ ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নাহিম রাজ্জাক। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এর আগে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মাননীয় অতিথিবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আজকের Let's talk প্রোগ্রামটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে প্রথম হাবিপ্রবিতে হলো। খুব সুন্দর পরিবেশে প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, খুবই অল্প সময়ে হাবিপ্রবিকে আমরা ক্যাশলেস ও পেপারলেস তথা স্মার্ট ক্যাম্পাসে রূপান্তরিত করবো। এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠন। তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে তিনি হাবিপ্রবিসহ অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাশাপাশি প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন জাতির পিতার দৌহিত্র জনাব সজিব আহমেদ ওয়াজেদ জয়। পরিশেষে তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করায় হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতির বক্তব্যে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি হাবিপ্রবিকে স্মার্ট ক্যাম্পাসে পরিণত করতে চেয়েছেন। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে উদ্দেশ্য নিয়ে হাবিপ্রবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। পরিশেষে তিনি উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, হাবিপ্রবির শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সার্বিকভাবে অনুষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালকসহ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



এর আগে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়াম-২ এ Center for Research and Information (CRI) এবং Young Bangla কর্তৃক আয়োজিত Let's talk on Cashless Economy শীর্ষক অনুষ্ঠানে তরুণদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।

স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে হাবিপ্রবি হবে পাইওনিয়ার: আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব



ক্যাশলেস পেপারলেস এবং স্মার্ট হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটর, এটুআই, আইসিটি বিভাগ এর সহযোগিতায় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের জন্য "ডিজিটাল স্ট্রাটেজি ডিজাইন ল্যাব (ডিএসডিএল)" বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী কর্মশালা ২৩ নভেম্বর সমাপ্ত হয়েছে। সকাল ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন. এম. জিয়াউল আলম পিএএ,

সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এবং অনলাইনে যুক্ত ছিলেন যুগ্ম সচিব ও আইসিটি বিভাগের এটুআই প্রকল্পের পরিচালক ড. দেওয়ান মোঃ হুমায়ুন কবীর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, চীফ ই-গভর্ণেন্স স্ট্রেটেজিস ডিজিটাল সার্ভিস ফ্যাসিলারেটর জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখ। কর্মশালায় আইসিটি বিভাগ থেকে আগত অতিথিগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কর্মশালায় অংশগহণ করা শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের মধ্যে থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রুপের প্রতিনিধিগণ স্লাইডের মাধ্যমে নিজ নিজ গ্রুপের কর্মকান্ড উপস্থাপন করেন।



সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন. এম. জিয়াউল আলম বলেন, আপনাদের ক্যাশলেস পেপারলেস, স্মার্ট ক্যাম্পাস হিসাবে রূপান্তরের উপস্থাপনাগুলো অনেক ভালো লেগেছে। এগুলো বাস্তবায়নে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা ইতোমধ্যেই স্মার্ট বাংলাদেশের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছি যেখানে কৃষি হবে স্মার্ট কৃষি, মানুষের স্বাস্থ্যসেবা হবে স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা এই স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে এসেছে এটা আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট এবং সকলের এই আন্তরিকতা ও অংশগ্রহণে হাবিপ্রবি স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পরিশেষে তিনি এধরনের উদ্যোগের জন্য হাবিপ্রবির ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান বলেন, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই আমরা বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করি। আমরা সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলাম যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রোগ্রামটি সফলতা পেয়েছে। আমরা শুরু থেকেই পুরো বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেছি। আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক হলেও ক্যাশলেস, পেপারলেস, মডেল হাবিপ্রবি প্রোগ্রামটির ইমপ্লিমেন্টেশন সম্পাদন হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

হাবিপ্রবিতে বর্ণিল আয়োজনের মধ্যে দিয়ে মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপিত



১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস-২০২২ উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকাল ৬.৪৩ টায় প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান । পতাকা উত্তোলন শেষে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর। এরপর সকাল ৯ টায় হাবিপ্রবি'র মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান-এর নেতৃত্বে টিএসসি'র সম্মুখ হতে বিজয় দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস ও এর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সকাল সাড়ে ৯ টায় শহীদ মিনার বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ। এরপর ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, হাবিপ্রবি ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, কর্মচারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এছাড়াও বিজয় দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল ১০ টায় টিএসসি প্রাঙ্গণে শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় তিনি বিজয়ের মাস উপলক্ষে আয়োজিত "দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন" বিষয়ক আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২২ এবং "মুজিব কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু" বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বাদ যোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে সকল শহীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। দুপুর ২.৩০ মিনিটে তাজউদ্দিন আহমদ হল সংলগ্ন খেলার মাঠে অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "বিজয় দিবস ভলিবল টুর্নামেন্ট" এর চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিকেল ৪ টায় জিমনেসিয়ামে অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট" এর চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরপর সন্ধ্যা ৬ টায় জিমনেশিয়ামে অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীদের (ছাত্র) অংশগ্রহণে "শহীদ শেখ কামাল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট" এর চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বাণী প্রদান করেন। বাণীতে তিনি বলেন, আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জনে ও অনন্য গৌরবে ভাস্বর এ দিন। এ উপলক্ষ্যে হাবিপ্রবি'র শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাই। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রভাতী সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছিল বাংলার রক্তস্নাত শিশির ভেজা মাটি, অবসান হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাড়ে তেইশ বছরের নির্বিচার শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের কালো অধ্যায়। মহান বিজয়ের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহিয়সী নারী জাতির পিতার অনুপ্রেরণাদায়িনী বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল, শহীদ শিশু শেখ রাসেলসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী জাতির সূর্য সন্তান ত্রিশ লক্ষ শহীদকে। বাংলাদেশের অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, এগিয়ে নিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পিতার আদর্শ ধারণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এ পর্যন্ত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দুটি প্রেক্ষিত



পরিকল্পনা, ১টি শতবর্ষী পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নানামুখি অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, ২০২২ সাল হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের এক মাইলফলকের বছর। গত জুন মাসেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছেন বহুল আকাঙ্খিত পদ্মাসেতু। আশা করা হচ্ছে, এই সেতু জিডিপি'তে ১



দশমিক ২ শতাংশ হারে অবদান রাখবে। এছাড়া এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রোরেলের ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। এটি রাজধানী ঢাকার পরিবহন খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আগামীতে চট্টগ্রামে কর্ণফুলির নদীর তলদেশ দিয়ে চালু হবে দেশের প্রথম টানেল। এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা



ব্যয়ে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিট আগামী বছর নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার শুরু থেকেই সড়ক, মহাসড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে আসছে। রেলওয়েকে যুগোপযোগী করতে ১৩ হাজার ৩৭১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে।



হাবিপ্রবিতে অত্যন্ত সুষ্ঠু পরিবেশে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা-২০২২ অনুষ্ঠিত



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্নাতক পর্যায়ের লেভেল-১, সেমিস্টার-১ এর 'এ'(বিজ্ঞান বিভাগ), 'বি' (মানবিক বিভাগ) ও 'সি' (বাণিজ্য বিভাগ) ইউনিটের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা-২০২২। গত ৩০ জুলাই, ১৩ ও ২০ আগস্ট উক্ত পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।



প্রতি পরীক্ষা শুরুর পর হাবিপ্রবির বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান ও সম্মানিত ট্রেজারার প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র হালদার। এ সময় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে উপস্থিতির হার শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ। তিনি বলেন, প্রতিটি ভবন আমি ঘুরে দেখেছি, অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলেই আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ স্থানীয় প্রশাসন আমাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে। তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষার্থী ও তাদের সাথে আগত অভিভাবকগণের যেন কোন প্রকার ভোগান্তি না হয় সেদিকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা, ওয়াসরুম, বিশ্রামের জায়গা, মেডিকেল সুবিধা, পানি ও সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা, অসুস্থ/পঙ্গু/প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা, পার্কিং সুবিধাসহ বিভিন্ন সেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সামনের অন্যান্য পরীক্ষাগুলোতেও এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শোকের মাসে হাবিপ্রবিতে মাসব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ



আগস্ট মাস বাঙালি জাতির জীবনে শোকের মাস। ১৫ আগস্ট গভীর শোকাবহ একটি দিন, জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এ দিনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ইতিহাসের মহানায়ক, শত সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হত্যা করেছে মহিয়সী নারী, জাতির পিতার প্রিয় সহধর্মিনী, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের চালিকাশক্তি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব, জাতির পিতার প্রিয় সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু রাসেলসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ২৬ জন নিকটাত্মীয়কে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২২ খ্রী. যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে মাসব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এর অংশ হিসেবে আগস্ট মাসের প্রথম দিনে (০১ আগস্ট) সকাল ৯.৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে ভিআইপি কনফারেন্স রুমে জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যবৃন্দ, ডীন, পরিচালক, হল সুপারসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। কালো ব্যাজ ধারণ শেষে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পাশাপাশি যার যার অবস্থান থেকে হাবিপ্রবি পরিবারের সকলেই কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ডিজিটাল কালো ব্যাজ প্রদর্শন ও মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক শোক বার্তা প্রকাশ করা হয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক ব্যানার স্থাপন করা হয়।

এছাড়াও মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব-এঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব হল কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও দোয়া মাহফিল, ১১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" শীর্ষক গ্রন্থ অবলম্বনে কুইজ প্রতিযোগিতা, ১৫ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী জাতীয় শোক দিবস পালন, ১৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত "কারাগারের রোজনামচা" শীর্ষক গ্রন্থ অবলম্বনে কুইজ প্রতিযোগিতা, ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার স্মরণে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, ২৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত "আমার দেখা নয়াচীন" শীর্ষক গ্রন্থ অবলম্বনে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মাসের শেষে আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

হাবিপ্রবিতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালিত





গত ১৫ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সোমবার হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালিত হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ভোর ৫.৩৯ মিনিটে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। সকাল ৯ টায় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরের প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব ও ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য শহীদগণের স্মরণে কালো ব্যাজ ধারণপূর্বক ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে স্থাপিত তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ক্রমান্বয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, হাবিপ্রবি শাখা ছাত্রলীগ, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংগঠন ও কর্মচারিদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এরপর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ১০ তলা একাডেমিক ভবনের পাশে একটি স্বর্ণচাঁপা ও একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বৃক্ষরোপণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সকাল ১১ টায় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বাণীতে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শোকাবহ একটি দিন। এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এবং আন্তর্জাতিক কুচক্রি মহলের সহযোগিতায় নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ইতিহাসের মহানায়ক, শতসহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হত্যা করেছে বাংলার মহিয়সী নারী, জাতির পিতার প্রিয় সহধর্মিনী, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের চালিকাশক্তি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, জাতির পিতার প্রিয় সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু রাসেলসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এ জঘন্যতম হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাই এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর চেতনা অবিনশ্বর। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ চির ভাস্মর হয়ে প্রবাহমান থাকবে। জাতির পিতার আদর্শের যোগ্য উত্তরসুরি দেশরত্ন শেখ হাসিনার মেধা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শীতা আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় একটি উন্নয়নশীল, মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে সারাবিশ্বে। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর বুকে একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র।



এছাড়াও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে হাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় মসজিদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বাদ জোহর বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে হাবিপ্রবিতে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ আগস্ট দুপুর ২ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।



উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এমপি, মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। উক্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তাগণ জুম অ্যাপের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন, শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ হলে অবস্থানপূর্বক হল সুপারগণের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন এবং কর্মচারীগণ জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখার ফেইসবুক পেইজের লাইভ এর মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন। আলোচনা সভার শুরুতেই ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্টের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।



এ সময় ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্ট দুটোর মাঝেই ধারাবাহিকতা আছে। ১৫ আগস্ট তাদের অসমাপ্ত কাজ সফল করতেই ২১ আগস্ট জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর হামলা করা হয়, সেখানে ২৪ জন মানুষ প্রাণ হারান, ৫০০ এর উপরে মানুষ আহত হয়। এভাবে ১৯ বার শেখ হাসিনার উপর হামলা করা হয়। ওইদিন এর ঘটনার জন্য বিস্তারিত তদন্ত হওয়া



প্রয়োজন। নাহলে আরও হামলা হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এ ব্যাপারে আমি নিজেই আইনমন্ত্রীর সাথে কয়েকবার কথা বলেছি। ১৫ আগস্ট এর হামলার মত ২১ আগস্ট এর হামলার পেছনে দেশি-বিদেশী ষড়যন্ত্র আছে। তিনি বলেন, ২১ আগস্ট যদি নেতারা মানবঢাল তৈরি করে শেখ হাসিনাকে রক্ষা না করতেন তাহলে আজ আমরা তাকে আমাদের মাঝে পেতাম না, ওইদিন শেখ হাসিনা গাড়িতে উঠার পরও তার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার স্বপ্ন নিজে দেখেছেন, জনগণ কে উজ্জীবিত করেছেন এবং স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু যেদিন ভারতের বিমান বন্দরে নামেন সেদিন সকল প্রটোকল ভেঙে ভারতের প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সদস্যরা সেখানে তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একজন জাতীয় নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্ব নেতা। বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান তৈরি করেছিলেন সে সংবিধানকে কাটা ছেঁড়া করে অনেক পরিবর্তন করেছিল ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্ট এর ঘাতকরা। এরা এখনো থেমে নেই, প্রতিনিয়ত জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও তার অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ করতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচার হয়েছে কিন্তু এর পেছনের মদদ দাতারা এখনও ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থেকে গেছে। এদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে। আজ বঙ্গবন্ধু বেঁচে নেই কিন্তু তার আদর্শ আমাদের মাঝে হাজার বছর বেঁচে থাকবে। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ ধারণ করেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে, তবেই দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারা চলমান থাকবে।

হাবিপ্রবিতে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত



ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কাজ অধিকতর স্বচ্ছতা এবং দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের জন্য তিন দিনব্যাপী ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ আগস্ট সকাল ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি এর কনফারেন্স রুমে উক্ত প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) মাননীয় সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি এর সচিব ড. ফেরদৌস জামান এবং আইএমসিটি বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান ভুঁইয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হাবিপ্রবির আইকিউএসি এর পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার এবং সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. শাহ্ মইনুর রহমান।

এ সময় ইউজিসি এর মাননীয় সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই ক্রান্তিকালেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমার মাঝে মাঝে খুবই লজ্জা লাগে যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর মতো একজন মহান নেতাকে আমরা বাঙালিরা হত্যা করেছি। এ জন্যই ১৫ আগস্ট এর ভয়াল ঘটনা নিয়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে আক্ষেপ প্রকাশ করে কথা বলেন। ওই সময়ে অনেকেই চুপ ছিল।

তিনি বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ পদ্মা সেতু বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এটি আমাদের গর্বের জায়গা। কিছুদিন আগে মাত্র ৩ ঘন্টায় আমি ঢাকা থেকে খুলনা গিয়েছি, যা একসময় অকল্পনীয় ছিল। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। এ ধরণের প্রশিক্ষণ সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। কাগজের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে ই-নথির দিকে আমাদেরকে ধাবিত হতে হবে। তিনি বলেন আমি জানি বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে হাবিপ্রবি সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। হাবিপ্রবির এই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকুক এটাই কামনা।

অনলাইনে যুক্ত হয়ে সভাপতির বক্তব্যে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে নিহত জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সকল শহীদকে। জাতির পিতা যে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নেই কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও সকল পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পরিশেষে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইউজিসি'র মাননীয় সদস্যসহ সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বর্ণিল আয়োজনে হাবিপ্রবিতে ২৪ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন



১১ সেপ্টেম্বর ২০২২, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯৯৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি বছর এই দিনের গুরুত্ব অনুধাবন করে "বিশ্ববিদ্যালয় দিবস" পালন হয়ে আসছে। ব্রিটেনের রাণি দ্বিতীয় এলিজাবেথ এঁর মৃত্যুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঘোষিত ১১ সেপ্টেম্বর এর কর্মসূচিসমূহ একদিন পিছিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর উদ্‌যাপন করা হয়। বিগত বছর গুলোর ধারাবাহিকতায় এ বছরও বর্ণিল আয়োজনের মাধ্যমে হাবিপ্রবিতে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কর্মসূচির শুরুতেই সকাল সাড়ে ৯ টায় প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান ও রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।



পরবর্তীতে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এর নেতৃত্বে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় নেচে গেয়ে শিক্ষার্থীরা দিনটি উদযাপন করেন। র‍্যালি শেষে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে বেলুন উড্ডয়ন ও আকাশে শান্তির প্রতীক পায়রা অবমুক্ত করা হয়।

পরবর্তীতে একই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে



জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় তিনি বলেন, আজ হাবিপ্রবি পরিবারের জন্য একটি আনন্দের দিন। তিনি বলেন আজকের এই সাইকেল র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য হলো জ্বালানি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। দিনটি উপলক্ষ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং আজকের বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের জন্য ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



এছাড়াও ২৪ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে বাদ জোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বিকেল ৩ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সম্মুখে অগ্রযাত্রায় হাবিপ্রবির ২৪ বছরে পদার্পণ শিরোনামে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ফ্ল্যাশ মুভ এর আয়োজন করা হয় এবং বিকেল সাড়ে ৩ টায় টিএসসি সম্মুখস্থ মুক্তমঞ্চে তথ্যচিত্র প্রদর্শনী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

দিনটি উপলক্ষ্যে দেয়া বাণীতে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন দেখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার। আর তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে গড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তুলতে হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য যোগ্য করে। আর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় রোবোটিক্স, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, সাইবার সিকিউরিটি, মাইক্রোপ্রোসেসর ডেভেলপমেন্টসহ



তথ্য প্রযুক্তির প্রায়োগিকতাই মুখ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে, আর এ বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা গ্রহণ করছি বিভিন্ন পদক্ষেপ। শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে যেমন স্থাপিত হচ্ছে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ ও গবেষণাগার, ঠিক তেমনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চালু রয়েছে ডীনস্ এওয়ার্ড। আমরা হাবিপ্রবি হতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার পাশাপাশি উচ্চ মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় আরো গতিসঞ্চার করতে চাই যাতে করে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। আমরা শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত করতে চাই যাতে করে তারা তাদের মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপনান্তে সনদপত্র গ্রহণের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আদর্শ ধারন ও লালন করে মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে।

হাবিপ্রবিতে লাইব্রেরি অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা



ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন শীর্ষক চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। এতে লাইব্রেরিতে কর্মরতসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ট্রেজারার প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র হালদার, লাইব্রেরিয়ান প্রফেসর ড. ভবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, সিএসই অনুষদের ডীন প্রফেসর মোঃ মেহেদী ইসলাম, সভাপতিত্ব করেন লাইব্রেরি অটোমেশন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক এবং পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. এ টি এম শফিকুল ইসলাম, সঞ্চালনা করেন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মোঃ আব্দুর রউফ বিন আবেদিন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এবং ইলেক্ট্রোহোম এর ডিরেক্টর মিথুন মোদক।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে নিহত জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য শহীদকে। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ ডিজিটাল হচ্ছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল হচ্ছে আমাদের হাবিপ্রবি। লাইব্রেরি অটোমেশন হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি অনেক কমে যাবে। লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে, কি কি বই নেই সেটি ঘরে বসেই স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা চেক করতে পারবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের লাইব্রেরি কার্ড প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন আপনাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব, আপনারা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নেবেন। পরিশেষে তিনি আয়োজক, প্রশিক্ষনার্থী ও রিসোর্স পার্সনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি লাইব্রেরি অটোমেশন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক এবং পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. এ টি এম শফিকুল ইসলাম বলেন, আপনারা যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন পরবর্তীতে আপনারাই ব্যবহারকারীদের জন্য তথা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। তিনি বলেন শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল লাইব্রেরি কার্ড তৈরি হয়ে গেছে, এই প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর তাদের হাতে এই ডিজিটাল লাইব্রেরি কার্ড তুলে দেয়া হবে। পরিশেষে তিনি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে "International Participatory Research on the Hidden Dimensions of Poverty" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) "International Participatory Research on the Hidden Dimensions of Poverty" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ আগস্ট সকাল ১১ টায় মাটি বাংলাদেশ (এনজিও) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ) এর আয়োজনে উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআরটি এর পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন উর রশিদ এবং কি-নোট স্পীকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএইউ এর এগ্রিকালচারাল ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান খান, সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রব্বানী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জার্মানির ইউনিভার্সিটি অব ভিস্তা এর ড. জুডিথ পপ। সেমিনারে সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস অনুষদের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে শাহাদাত বরণকারী জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সকল শহীদকে। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি বিশ্বে দারিদ্রতার মেজারমেন্টের যে ধারণা সেই ধারণায় অনেকটা পরিবর্তন আসবে। এক্ষেত্রে এই গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার মনে হয়েছে। কোয়ালিটিটিভ বিষয়গুলোতে যতো বেশি জোর দেয়া হবে, দারিদ্রতার লুকায়িত যে বিষয় গুলো আছে সেগুলো আরও বের হয়ে আসবে। তিনি বলেন, আজকের এই সেমিনার থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরাও অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারবেন।

সভাপতির বক্তব্যে হাবিপ্রবির সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রব্বানী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরসহ সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতার জন্য মাটি বাংলাদেশ (এনজিও) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএইউ) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ৭৬তম শুভ জন্মদিনের শুভক্ষণে হাবিপ্রবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিনের শুভক্ষণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ উপলক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর দিনের শুরুতেই সকাল ৯ টায় টিএসসি'র সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য যাত্রা শুরু করা বিএনসিসি প্লাটুন এর সদস্যদের মাঝে ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে সুশিক্ষা গ্রহণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান।

পরবর্তীতে সকাল ৯.৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ এর বোর্ড অব ট্রাস্টি হতে অস্বচ্ছল ও মেধাবী ২০০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে এনরোলমেন্ট সহায়তা বাবদ চেক প্রদান করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র হালদার। স্বাগত বক্তব্য ও তথ্য উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ ও প্রফেসর ড. মামুনুর রশীদ।



প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর শিক্ষার্থীদেরকে তাদের প্রধান দায়িত্ব শিক্ষা অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন আজ জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিন, তাই আজকের দিনটি আমাদের জন্য বিশেষ একটি দিন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ জন্মদিনে শিক্ষার্থীদের "শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ" স্লোগানকে উল্লেখ করে দেশ গড়ার সৈনিক হয়ে উঠার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করে তাঁর উন্নয়ন কার্যক্রম ও দেশের জন্য তাঁর ত্যাগের কথা তুলে ধরেন। তাঁর এই পরিশ্রমের মূল লক্ষ্যই হলো দেশের মানুষ যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে। তিনি বলেন, বাঙালি জাতির জন্য আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪৬৮২ দিন কারাবন্দি ছিলেন। দেশের জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগ আমাদেরকে আজীবন শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হবে। জাতির পিতার স্বপ্নকে ধারণ করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে যাচ্ছেন, উনার শক্তির উৎসই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়চেতা মনোভাব। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানজনক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। আমাদের সকলকে জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম শুভ জন্মদিনে বাদ জোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এরপর দুপুর ২ টায় হাবিপ্রবি মজার ইস্কুলের সুবিধাবঞ্চিত কোমলমতি শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর শিশুদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল শিশুর সমান অধিকারের কথা সব সময় বিশেষভাবে তুলে ধরেন। সুন্দরভাবে এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি হাবিপ্রবি মজার ইস্কুল সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ

বিভিন্ন আয়োজনে হাবিপ্রবিতে শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উদযাপন



বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে দিয়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উদযাপিত হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৮ অক্টোবর সকাল ৯ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। পরবর্তীতে সকাল ৯.০৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে স্থাপিত জাতির পিতার কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় তার সাথে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ মামুনুর রশিদ এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ। ক্রমান্বয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মচারিদের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।



এরপর সকাল ৯.২০ মিনিটে হাবিপ্রবির নবনির্মিত ১০ তলা একাডেমিক ভবনের পাশে বকুল ফুল গাছের চারা রোপণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এছাড়াও ডীন, চেয়ারম্যান, বিভিন্ন শাখার পরিচালক, হলসুপারসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ রাঁধাচূড়া, সোনালু, হেটোরোকারপাস, আগর, স্থলপদ্মসহ বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাদ যোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের স্মরণে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিকেল সাড়ে ৩ টায় টিএসসি এর নিচ তলায় "শেখ রাসেল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ" বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আন্তঃঅনুষদীয় শেখ রাসেল কুইজ প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিকেল ৫ টায় আন্তঃঅনুষদীয় শেখ রাসেল কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণ-হাবিপ্রবি ভাইস-চ্যান্সেলর



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের আয়োজনে অফিসারগণের (উপ-রেজিস্ট্রার ও উপ-পরিচালক) জন্য "সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ" বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মোমিন শেখ, সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান।

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, একটি দেশে যদি সুশাসন তথা গুড গভর্ন্যান্স থাকে তবে যেকোন লক্ষ্য বাস্তবায়ন অনেক সহজ হয়। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি ধারণ করেন। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নেও শুদ্ধাচার এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, এ জন্য সুশাসন অত্যন্ত জরুরী। যদি সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো লক্ষ্য অর্জন করা সহজতর হবে। সুশাসনের মূল লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করবো সেটি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। আজকের সভা থেকে আপনারা যা জানবেন তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ বিষয়ক আজকের এই সভা সার্থক হবে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের সভা আয়োজনের জন্য আইকিউএসি এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মূখ্য আলোচক হিসেবে টেকনিক্যাল সেশনে কথা বলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

হাবিপ্রবিতে মাদকবিরোধী র‍্যালি অনুষ্ঠিত

মাদক সেবন নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে উক্ত র‍্যালি শুরু হয়ে ক্যাম্পাস ও এর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, বিভিন্ন শাখার পরিচালক, হল সুপারসহ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালি শেষে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রয়োজন সোনার মানুষ। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরই সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আগামীতে তারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই এগিয়ে নেওয়ার পথে বড় বাধা মাদক। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তরুণ প্রজন্মকে মাদকের করাল থাবা থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কাউকেই ছাড় দিচ্ছেন না। তিনি বলেন, আজকের এটি শুধু একটি র‍্যালি নয়, এটি সচেতনতা তৈরির মাধ্যম। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মাদকের বিষয়ে আপনারা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলিং করবেন। পাশাপাশি আমাদেরকে মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করতে হবে। হাবিপ্রবিকে মাদকমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়তে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।



হাবিপ্রবিতে "শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে ডীন ও চেয়ারম্যানগণের অংশগ্রহণে "শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি এর পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার এবং সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি এর পরিচালক প্রফেসর ড. কামরুল আলম খান।

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একটি দেশে যদি সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে তবে যেকোন লক্ষ্য বাস্তবায়ন অনেক সহজ হয়। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি ধারণ করেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং শুদ্ধাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ে আমরা এখনও কিছুটা পিছিয়ে আছি, আশা করি সামনে এটি আমরা অতিক্রম করতে পারবো। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করবো সেটি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। পরিশেষে তিনি এ ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করার জন্য আইকিউএসি কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

"সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ" বিষয়ক সভা



গত ১৮ সেপ্টেম্বর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের আয়োজনে সম্মানতি ডীন ও চেয়ারম্যানগণের জন্য "সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ" বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৯ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ, সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান।

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনের সকল স্তরে শুদ্ধাচার চর্চা ও সুশাসন অত্যন্ত জরুরী। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত জবাবদিহিতা যা প্রত্যেক পর্যায়ে নিশ্চিত করতে হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সকলের অংশগ্রহণ ও সকলের মাঝে সাম্য, এক্ষেত্রে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। সবার প্রতি সমান আচরণ, বঞ্চিত না করা, সবার অংশগ্রহণ, দুর্নীতি কমিয়ে নিয়ে আসা সবগুলো বিষয় নিয়েই মূলত সুশাসন প্রতিষ্ঠার ধারণা আমাদের মাঝে এসেছে। এর অংশ হিসেবেই হাবিপ্রবিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মাঝে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এই জবাবদিহিতার সাথে কি কি বিষয় গুলো জড়িত তা আমাদের জানতে হবে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের সভা আয়োজনের জন্য আইকিউএসি এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে টেকনিক্যাল সেশনে মূখ্য আলোচক হিসেবে কথা বলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

হাবিপ্রবিতে "সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ" বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপকগণের জন্য "সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ" বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ, সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ শুরু করেন। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একটি দেশে যদি সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে তবে যেকোন লক্ষ্য বাস্তবায়ন অনেক সহজ হয়। সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, এ জন্য সুশাসন অত্যন্ত জরুরী। যদি সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো লক্ষ্য অর্জন করা সহজতর হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করবো সেটি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এ ধরণের সভা আয়োজনের জন্য তিনি আইকিউএসি এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বর্ণিল আয়োজনে হাবিপ্রবিতে বিশ্ব ডিম দিবস পালিত

"প্রতিদিন একটি ডিম, পুষ্টিময় সারাদিন" শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বর্ণিল আয়োজনের মধ্যে দিয়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ডিম দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর সকাল ১০ টায় একাডেমিক ভবন-৩ এর সামনে থেকে ভেটেরিনারি এ্যান্ড এনিম্যাল সাইন্স অনুষদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি ক্যাম্পাস ও এর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় শিক্ষার্থীরা ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।



র‍্যালি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ তে বিশ্ব ডিম দিবসের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। হাবিপ্রবির ভেটেরিনারি ও এ্যানিমেল সাইন্স অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. তাহেরা ইয়াসমিন এর সভাপতিত্বে এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেইরি অ্যান্ড পোল্ট্রি সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান মিঠু, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেইরি অ্যান্ড পোল্ট্রি সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. মোছা. আফরোজা খাতুন, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লাইব্রেরীয়ান প্রফেসর ড. ভবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, আইআরটি এর পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন উর রশীদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সারওয়ার জাহান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ খালেদ হোসেন, জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আশিকা আকবর তৃষাসহ অন্যান্যরা। সভা উপস্থাপনা করেন জেনেটিক্স অ্যান্ড এনিম্যাল ব্রিডিং বিভাগের প্রফেসর ড. মো: রাশেদুল ইসলাম।

এসময় বক্তারা বলেন, অনেকে ডিম খাওয়া নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। দুধের মতোই ডিম একটি আইডিয়াল খাবার। ডিমে প্রচুর ভিটামিন এ, ডি এবং ই থাকে। সেই সঙ্গে থাকে বি-১২, রিবোফ্লাভিন এবং ফলেট। এছাড়াও আয়োডিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম, জিংক এবং সেলেনিয়াম থাকে ডিমে। যেগুলো মানব শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, ওজন কমায়, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আমরা অনেকেই একটির বেশি দুটি ডিম খাওয়াকে ক্ষতিকর বলে মনে করে থাকি। কিন্তু এক গবেষণায় জানা গেছে যে, দুটি ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তো নয়ই বরং উপকারী। ডিমে যে পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে তা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। ডিমে উপস্থিত ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরের জন্য উপকারী। তবে দুটো ডিম খেলে দিনের অন্যান্য খাবারের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

হাবিপ্রবিতে "ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডীন, চেয়ারম্যান ও ডেপুটি-রেজিস্ট্রারগণের জন্য "ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৪ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক এবং এটুআই এর ফ্যাসিলিটেটর জনাব মোঃ আতিকুর রহমান।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ শুরু করেন । সেই লক্ষেই তিনি বাংলাদেশে সুশাসন তথা জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক সময় লাল ফিতা ও সাদা ফিতার দৌরাত্ম্য ছিল যা এখন নেই, কারণ বর্তমান যুগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশের যুগ। এর অংশ হিসেবে প্রশাসনে শুদ্ধাচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে, তারই উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন। ই-গর্ভন্যান্স এর মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্টেকহোল্ডারদের (শিক্ষার্থী,শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী) আমরা কত সহজে ও দক্ষতার সাথে সেবা দিতে পারবো সেটির বাস্তবায়ন করা। সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই নানা ধরণের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ আমাদের পরীক্ষা সিস্টেম ও লাইব্রেরি অটোমেশন করা হচ্ছে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের কর্মশালা আয়োজনের জন্য আইকিউএসি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে "ডেইরি শিল্প বিকাশের অন্তরায় এবং উত্তরণের উপায়" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (আইআরটি)'র আয়োজনে খামারিদের জন্য "ডেইরি শিল্প বিকাশের অন্তরায় এবং উত্তরণের উপায়" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইআরটি'র কনফারেন্স রুমে গত ১৩ নভেম্বর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভেটেরিনারি এ্যান্ড এনিম্যাল সাইন্স অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর ড. তাহেরা ইয়াসমিন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ আলতাফ হোসেন, উপ-পরিচালক (কৃত্তিম প্রজনন) ড. মাহফুজা খাতুন, জেলা ভেটেরিনারি অফিসার ড. আশিকা আকবর তৃষা, জেলা ট্রেনিং অফিসার ডাঃ মোঃ আনিসুর রহমান। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (আইআরটি)'র পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইআরটি'র সহযোগী পরিচালক প্রফেসর ড. বেগম ফাতেমা জোহরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমনকি মাছ ও ডিম প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ভোগ করছি আমরা। দুধ উৎপাদনে কিছুটা ঘাটতি আছে, সামনে সেটিও কেটে যাবে আশা করি। কারণ প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই এ ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় জানতে পারবেন। উক্ত কর্মশালা আয়োজনের জন্য তিনি আইআরটি'র প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



হাবিপ্রবি'তে বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত



০৮ নভেম্বর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের আয়োজনে "বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস" শীর্ষক দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের ভিআইপি কনফারেন্স কক্ষে উক্ত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও কিনোট স্পিকার হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এর মাননীয় সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের, চীফ প্যাট্রন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডীন প্রফেসর রাফিয়া আখতার-এর সভাপতিত্বে উক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআরটি এর পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশিদ, জার্ণাল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-এর এডিটর প্রফেসর ড. শ্রীপতি সিকদার এবং আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউজিসি'র মাননীয় সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে সুদূর প্রসারি লক্ষ্য নিয়ে ইউজিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি তার বক্তব্যে গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে মান সম্পন্ন নতুন নতুন গবেষণার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। কনফারেন্সে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পরিশেষে তিনি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের চীফ প্যাট্রন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশও এর বাহিরে নয়। এই পরিস্থিতিতেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সামাজিক সুরক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ট্যাক্স ও জিডিপির অনুপাতের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্ভাব্য সংকটের বিষয়ে বারবার তিনি আমাদের সতর্ক করছেন, সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছেন। দেশের স্বার্থে আমাদের সকলকে সাশ্রয়ী হতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনাগুলো মেনে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই সংকটময় সময় অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি উক্ত কনফারেন্সের সফলতা কামনা করেন এবং প্রধান অতিথিসহ আয়োজকদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের সায়েন্টিফিক পেপার এবং থিসিস লেখার প্রশিক্ষণ



৩ নভেম্বর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (আইআরটি)'র তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের সায়েন্টিফিক পেপার, থিসিস লেখা এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের উপর ৪ (চার) দিন ব্যাপি এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ এ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাত হোসেন সরকার, বিজ্ঞান অনুষদের রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. বলরাম রায়, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডীন প্রফেসর রাফিয়া আখতার এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন প্রফেসর মো. মেহেদী ইসলাম। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (আইআরটি)'র পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইআরটি'র সহযোগী পরিচালক প্রফেসর ড. বেগম ফাতেমা জোহরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আমি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর সুদীর্ঘ ২৪ বছরের লড়াই ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা, আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ, পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেয়েছে আমাদের এই প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ। আজ ৩ নভেম্বর বাঙালি জাতির জীবনে ১৫ আগস্টের পর একটি কলঙ্কময় দিন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশকে নেতৃত্ব শুন্য ও মেধা শুন্য করতে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহচর জাতীয় চার নেতাকে ঘাতকরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, মন্ত্রিসভার সদস্য ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামানকে। যাঁদের অশেষ ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই অনন্য অর্জন প্রিয় বাংলাদেশ। তিনি আরও বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করতে যাচ্ছেন। এই গঠন প্রক্রিয়ায় গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন ফোরামে গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন একটি দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যত বেশী গতি পাবে সেই দেশের উন্নতি তত বেশী ত্বরান্বিত হবে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির যে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের গবেষণার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষ্যে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অবশ্যই সহায়ক হবে। এজন্য আমি আইআরটি'র পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

উল্লেখ্য, উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ১১০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

হাবিপ্রবিতে "ডিজিটাল স্ট্রেটেজি ডিজাইন ল্যাব (ডিএসডিএল)" বিষয়ক কর্মশালা



ক্যাশলেস ও পেপারলেস, স্মার্ট হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটর, এটুআই, আইসিটি বিভাগ এর সহযোগিতায় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের জন্য "ডিজিটাল স্ট্রেটেজি ডিজাইন ল্যাব (ডিএসডিএল)" বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার। কর্মশালায় আইসিটি বিভাগ থেকে আগত অতিথিগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এটি বাস্তবায়নের টার্গেট ছিল ২০২১ সাল। এর মাঝেই তিনি তা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছেন। ইতোমধ্যেই করোনা মহামারির সময় আমরা এই ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার দেখেছি। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজিব ওয়াজেদ জয় ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ হবে ক্যাশলেস সোসাইটি এবং এ লক্ষ্যেই "বিনিময়" নামে একটি অ্যাপ তিনি উদ্বোধন করেছেন। এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং এর সাথে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং এর সমন্বয়সহ যে অসুবিধাগুলো ছিল সেগুলোকে একটা প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছেন। ফলে কাজগুলো সহজতর হয়ে গেছে। তিনি বলেন, গত ১৮ সেপ্টেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি আমাদের ক্যাম্পাসে এসে ঘোষণা দিয়েছিলেন দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে হাবিপ্রবি হবে স্মার্ট বিশ্ববিদ্যালয় তথা ক্যাশলেস, পেপারলেস ক্যাম্পাস। এটি আমাদের জন্য খুবই সুখকর একটি বিষয় এবং এটি বাস্তবায়ন হবে আপনাদের হাত ধরেই। সামনে হাবিপ্রবিকে আমরা দেশের একটি মডেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। পরিশেষে তিনি আইকিউএসি ও আইসিটি বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মরক্ষার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মরক্ষার কৌশল ও আত্মবিশ্বাস উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ -২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ নভেম্বর শনিবার দুপুরে হাবিপ্রবির প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শান্তির প্রতিক পায়রা উড়িয়ে এ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

গ্রীন ভয়েস হাবিপ্রবি শাখার সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রীন ভয়েস হাবিপ্রবি শাখার উপদেষ্টা প্রফেসর ড. রোজিনা ইয়াসমিন (লাকী), প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পিকারসহ দেশের মূল জায়গাগুলোর নেতৃত্বে রয়েছেন নারী। তবুও নারীরা অনেকাংশেই পিছিয়ে রয়েছে এদেশে। মানসিক দুর্বলতা যার বড় একটা কারন। তাই মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়, আত্মরক্ষা করা যায়। আজকের এ আয়োজন সবার জন্য বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশিদ, ছাত্র-পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ, গ্রীন ভয়েস হাবিপ্রবি শাখার উপদেষ্টা ড. মো. রবিউল ইসলাম, মো. মিজানুর রহমান, গ্রীন ভয়েস এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমন্বয়ক মো. আলমগীর কবির, মনোবিজ্ঞানী ফারজানা ফাতেমা (রুমী) সহ অন্যান্যরা ।

হাবিপ্রবির তাজউদ্দীন আহমেদ হলে দৃষ্টিনন্দন রিডিং রুম, নামাজ ঘর ও গেস্ট রুম উদ্বোধন



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তাজউদ্দীন আহমেদ হলে সুসজ্জিত রিডিং রুম, নামাজ ঘর ও গেস্ট রুমের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৬ টায় রিডিং রুম নামাজ ঘর ও গেস্ট রুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হল সুপার কাউন্সিলের আহবায়ক প্রফেসর ড. মোছা: আফরোজা খাতুন, প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ মামুনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাজউদ্দীন আহমেদ হলের হল সুপার প্রফেসর ড. মো: শাহানুর কবির। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী হল সুপার ডা. মো: হোসনে মোবারক মিঠু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান বলেন, আমাদের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূর প্রসারী সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। তাদের উদ্দীপনা আমাদের প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণের স্পন্দন। আমাদের স্বাধ অনেক বেশি কিন্তু সাধ্য খুব সীমিত, এই সীমিত সম্পদের মাধ্যমেই আমরা আস্তে আস্তে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি। তাজউদ্দীন আহমেদ হল প্রশাসনের এ ধরণের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান।

হাবিপ্রবিতে "একাডেমিক অ্যান্ড প্রফেশনাল স্কিলস ফর ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজরী সার্ভিস (সিএডিএস) এর আয়োজনে "একাডেমিক অ্যান্ড প্রফেশনাল স্কিলস ফর ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ এ উক্ত সেমিনার এর উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ মামুনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজরী সার্ভিস এর পরিচালক প্রফেসর ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার, স্পীকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেনেটিক্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ব্রিডিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ রাশেদুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রিজওয়ান আহমেদ, ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান মোঃ জুয়েল আহমেদ সরকার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ মাইন উদ্দিন।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ, এর সাথে তাল মিলাতে হলে একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি অন্যান্য সকল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেকে দক্ষ, যোগ্য ও স্মার্ট হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। আমরা আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে আজকের এই সেমিনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের দিকে নজর রেখে আরও এ ধরণের সেমিনারের আয়োজন করা হবে। উক্ত সেমিনার আয়োজনের জন্য তিনি ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজরী সার্ভিস (সিএডিএস) সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে আন্ত:অনুষদীয় বিজয় দিবস ভলিবল টুর্নামেন্ট-২০২২ এর উদ্বোধন



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) আন্ত:অনুষদীয় বিজয় দিবস ভলিবল টুর্নামেন্ট-২০২২ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ০৪ ডিসেম্বর দুপুর ২.৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাজউদ্দীন আহমেদ হল সংলগ্ন খেলার মাঠে উক্ত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীনবৃন্দ, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন।



এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, মহান বিজয়ের মাসের শুভক্ষণে শিক্ষার্থীদের জন্য আন্ত:অনুষদীয় বিজয় দিবস ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জন করলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের সাথে প্রতিযোগিতায় আমাদের শিক্ষার্থীরা ভাল অবস্থানে থাকবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকশিত করতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। পরিশেষে তিনি উক্ত টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে ট্রাক্টর কাট সেকশন এর উদ্বোধন ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং (এআইই) বিভাগের আয়োজনে এবং মেটাল গ্রুপের সহযোগিতায় ট্রাক্টর কাট সেকশন এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ০৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টায় এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব-২ এ আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেটাল গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব সাদিদ জামিল, মেটাল প্লাস লিমিটেড এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও বিজনেস হেড মো. মিজানুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন এআইই বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক প্রফেসর ড. মো. কামাল উদ্দিন সরকার ও প্রফেসর ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর ড. মো. মফিজউল ইসলাম।



এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সকলকে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, অনেক সময় আমাদের শিক্ষার্থীদের থিওরির সাথে প্রাকটিক্যাল জ্ঞানের একটা পার্থক্য থেকে যায়। এ ধরণের উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিখতে পারবে, তারা আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটাতে পারবে। তিনি বলেন, দেশে শিক্ষার মানোন্নয়নে বড় বড় কোম্পানিগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, কৃষিক্ষেত্রে মেটাল গ্রুপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। মেটাল গ্রুপ সামনে আরও সহযোগিতা করবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং এআইই বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

এছাড়াও, দুপুর ১ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিআইপি কনফারেন্স রুমে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেটাল গ্রুপের মাঝে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর উপস্থিতিতে এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. সাইফুর রহমান এবং মেটাল গ্রুপের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব সাদিদ জামিল। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, চেয়ারম্যান, আইআরটি এর পরিচালক, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হাবিপ্রবিতে নতুন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (আইআরটি) এর আয়োজনে নতুন শিক্ষকদের জন্য "Training for Newly Recruited Teachers of HSTU" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ ডিসেম্বর সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ভেটেরিনারি অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর ড. তাহেরা ইয়াসমিন, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইআরটি'র পরিচালক প্রফেসর ড. হারুন উর রশীদ।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সেই স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই আমরা আজ বিজয়ের মাস উদযাপন করতে পারছি। বর্তমানে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার সোনার বাংলা বির্নিমাণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করছেন। সোনার বাংলা গড়তে হলে আমাদেরকেও নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকতা একটি পেশা নয়, আমার কাছে শিক্ষকতা মানে কমিটমেন্ট। একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রধান কাজ গবেষণার দিকে নজর দিতে হবে। দেশের জন্য কাজ করতে হবে। গবেষণা হতে হবে মানসম্পন্ন। পরিশেষে তিনি এ ধরণের কর্মশালা আয়োজনের জন্য আইআরটি কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত



গত ১৪ ডিসেম্বর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (অর্ধনমিত) করা হয় এবং ৯ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এরপর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।

পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ, সাদা দল, জাতীয়তাবাদী শিক্ষক পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, হল সুপার কাউন্সিল, ওয়ান বাংলাদেশ, প্রগতিশীল কর্মকর্তা পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, হাবিপ্রবি শাখা, প্রগতিশীল কর্মচারী পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন।

বাদ যোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে শহীদ বুদ্ধিজীবীগণের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

হাবিপ্রবিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডারগণের সভা অনুষ্ঠিত



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার এর "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা" সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডারগণের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১১.৩০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-১ উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান এবং প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, সভাপতিত্ব করেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ। উপস্থাপনা করেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেকহোল্ডার বলতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলকে বুঝায়। প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাজ হচ্ছে স্টেকহোল্ডার তথা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করা। তারা যে সেবাগুলো পাওয়ার অধিকার রাখে, সেই সেবাগুলোতকে আমরা যতো সুন্দরভাবে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেন সেবা প্রদান করতে পারি সেটাই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, আমাদের এই কাজগুলোর মূল শক্তি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল, জুলুম সহ্য করেছিলেন, তার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন তারই রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ করে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরই তিনি শুদ্ধাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রয়োজন একটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যদি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ থাকে তবে যেকোন ধরণের অন্যায় অবিচার রোধ করা সম্ভব। পরিশেষে তিনি এ ধরণের সভা আয়োজনের জন্য ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, উক্ত সভায় বিভিন্ন হলের সহকারী হল সুপার, সহকারী প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ডিগ্রীর প্রতি ব্যাচ হতে একজন করে শিক্ষার্থী তথা শ্রেণী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

হাবিপ্রবিতে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দানেশ ব্লাড ব্যাংক এর আয়োজনে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৩ জুলাই দুপুর ১২ টায় একাডেমিক ভবন এক এর সামনে উক্ত ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। ক্যাম্পেইনে আরও উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ, পরিবহণ শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ খালেদ হোসেন, ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজারি সার্ভিস এর পরিচালক ড. এন.এইচ.এম. রুবেল মজুমদার, রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুল ইসলাম, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মোমিন শেখসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, শিক্ষার্থীদের মাঝে এ ধরণের মানবিক ও সামাজিক কাজের গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে। জাতির পিতা সব সময় বলেছেন, শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে। আমাদেরকে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তোমাদের এই আয়োজনকে স্বাগত জানাই পাশাপাশি এ ধরণের কাজে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়ে আমরা কাজ করব। এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি দানেশ ব্লাড ব্যাংক কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরবর্তীতে দানেশ ব্লাড ব্যাংক এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোঃ খালেদ হোসেন এর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

হাবিপ্রবিতে বর্ণিল আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ পালিত



"নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ২৭ জুলাই সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের হয়। র‍্যালীতে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সাজে সজ্জিত হয়ে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালীটি ক্যাম্পাস ও এর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর পাড়ে গিয়ে শেষ হয়।

পরবর্তীতে হাবিপ্রবির মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত ট্রেজারার প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র হালদার, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজসহ মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তাবৃন্দ।



মাছের পোনা অবমুক্তকরণ শেষে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের জন্য একটি উৎসবের দিন। তিনি বলেন, এবারের মৎস্য সপ্তাহের স্লোগান হলো নিরাপদ মাছে

ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। এর একটি গভীর মর্মার্থ আছে। ১৯৭৪ সালে কুমিল্লার একটি জনসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, মাছ হবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। মৎস্য সম্পদের উপর জাতির পিতার গুরুত্ব অনুধাবন করেই সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর অংশ হিসেবেই প্রতি বছর ৭ দিন ব্যাপী মৎস্য সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে রোল মডেল। এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রতিটি জলাশয়ে অবশ্যই মাছের চাষ করতে হবে। সে অনুযায়ী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি জলাশয়ে মাছ চাষ ও গবেষণার ব্যাপারে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

হাবিপ্রবিতে "তথ্য অধিকার আইন ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "তথ্য অধিকার আইন ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ ডিসেম্বর সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর কনফারেন্স রুমে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।



প্রশিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের সম্মানিত ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইন্সটিটিউটের পরিচালক, এপিএ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের আহবায়ক ও সদস্য সচিব এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্য (শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ) অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. শ্রীপতি সিকদার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান।

প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের জনসংযোগ ও তথ্য অধিকার বিভাগের উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তথ্য অধিকার) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংগ্রাম, জেল, জুলুম, ও নির্যাতন সহ্য করেছিলেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তিনি সব সময় কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা বির্নিমাণে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই রক্ত ও আর্দশের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ করে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরই তিনি শুদ্ধাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রয়োজন একটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যদি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ থাকে তবে যেকোন ধরণের অন্যায় অবিচার রোধ করা সম্ভব। শুদ্ধাচার চর্চার অংশ হিসেবে সকলের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তন করেছেন। সকলের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে, সেই সাথে তথ্য পাওয়ারও অধিকার রয়েছে। তবে এমন তথ্য যা প্রকাশ হলে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি আর্থিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা প্রকাশ করা যাবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সর্বোপরি জনসাধারণ যেন প্রয়োজনীয় তথ্য পায় সেটি আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। পরিশেষে তিনি উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



হাবিপ্রবিতে দুর্নীতি বিরোধী র‍্যালি



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি বিরোধী র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টায় প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখ হতে র‍্যালিটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাস ও এর সামনের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনে এসে শেষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্ব র‍্যালিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালি শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। এ লক্ষ্যেই জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন। শুদ্ধাচার ও জবাবদিহিতা মূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদেরকেও তার এই জিরো টলারেন্স নীতিকে ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে তিনি উক্ত র‍্যালি আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে "3 Days Writing Skills Workshop on Write It Right" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজরী সার্ভিস (সিএডিএস) এর ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের জন্য "3 Days Writing Skills Workshop on Write It Right" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৮ ডিসেম্বর বিকাল ৩ টায় টিএসসি এর কনফারেন্স রুমে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক মো. মাইন উদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিএডিএস এর পরিচালক প্রফেসর ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার।



এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষ নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এর মাধ্যমে আমাদের মাঝেও আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে। আমাদের হাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরাও একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বিষয়াদিতেও দক্ষতা অর্জন করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে তুলে ধরবে। শিক্ষার্থীদের স্মার্টলি নিজেদেরকে উপস্থাপন করার জন্য সুন্দর পারফেক্ট সিভি তৈরি করতে হবে। ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজরী সার্ভিসের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষার্থীরা আরো স্মার্ট ভাবে নিজেদের উপস্থাপন করতে পারবে বলে আশা করছি। এধরনের শিক্ষার্থীবান্ধব কর্মসূচি আয়োজনের জন্য তিনি ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজরী সার্ভিসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে "দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন" বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত



বিজয়ের মাসে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের আয়োজনে এবং ডিবেটিং সোসাইটি অব এইচএসটিইউ এর সহযোগিতায় হাবিপ্রবিতে "দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন" বিষয়ক আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৫ ডিসেম্বর সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র সভাকক্ষে উক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস- চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক মো. মাইন উদ্দিন।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বিজয়ের মাসের তাৎপর্য কে ধারণ করে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে বছরের পর বছর জেল জুলুম সহ্য করেছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছিলেন। সে অনুযায়ী তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই আজকের এই দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। পরিশেষে তিনি উক্ত প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত অধ্যাপকবৃন্দের জন্য "শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৮ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব ড. আবদুল করিম। এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে এতো ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল, জুলুম সহ্য করেছিলেন, তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ করে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরই তিনি শুদ্ধাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর অংশ হিসেবেই রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতটা স্বচ্ছ করা যায় সেটি নিয়ে তিনি কাজ করছেন পাশাপাশি সরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যেন জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন। এ লক্ষে আমরাও কাজ করে যাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও

কর্মচারীদের সেবামূলক বিভিন্ন অভিযোগ থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তারা অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এর নিকট অভিযোগ দিতে পারবে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগের বিষয়গুলো দেখবেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিষয়গুলো দেখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা। একটি নির্ধারিত সময়ের মাঝেই অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করতে হবে। কোন ধরণের সেবা পেতে কতদিন সময় লাগবে সব কিছু সিটিজেন চার্টারে উল্লেখ থাকবে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের কর্মশালা আয়োজনের আইকিউএসি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে বাংলাদেশ মার্কেটিং দিবস উদযাপন



২৩ ডিসেম্বর "বাংলাদেশ মার্কেটিং দিবস"। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে মার্কেটিং। সময়ের আর্বতে পরিবর্তন হচ্ছে মার্কেটিং, বদলে যাচ্ছে সজ্ঞাও। আন্তর্জাতিক মার্কেটিং দিবস পালন তো হচ্ছেই, এর পাশাপাশি পালন করা হচ্ছে "বাংলাদেশ মার্কেটিং ডে"। এরই ধারাবাহিকতায় হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও পালন করা হয়েছে পঞ্চম (৫ম) বাংলাদেশ মার্কেটিং দিবস। বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা কেক কেটে এই দিনটি উদযাপন করেছেন। এ উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায় অনুষদের ডীন প্রফেসর রাফিয়া আক্তার। তিনি বলেন, একটা বিষয়ের ওপর আলাদা বা নির্দিষ্ট দিবস থাকা চমৎকার, গুরুত্বও বেড়ে যায়। হাবিপ্রবিও এই দিবসটি নিয়মিত পালন করে দিবসটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলছে। মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর ড. মো: জামাল উদ্দীন বলেন, বাংলাদেশ মার্কেটিং দিবস ৫ম বারের মতো পালন করা হচ্ছে। মার্কেটিং দিবসটি প্রতি বছর পালন করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা চেষ্টা করছে। দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে পালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দিবসটি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হোক, এই প্রত্যাশা করি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মার্কেটিং বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা।

হাবিপ্রবিতে নানা আয়োজনে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উদযাপিত



০৫ ডিসেম্বর মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিনটি উপলক্ষে সকাল সাড়ে ১০ টায় কৃষি অনুষদের সম্মুখে বেলুন উড্ডয়ন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। পরবর্তীতে তার নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলেই অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ তে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর ড. রওশন আরা। সভাপতিত্ব করেন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ শাহাদৎ হোসেন খান, সঞ্চালনা করেন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল্লাহ্ আল মামুন।



এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের মাঝেও বাংলাদেশকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের এক ইঞ্চি জমিও ফাঁকা রাখা যাবেনা, সকল ধরণের পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এই নির্দেশনা আমাদের সকলকে মেনে চলতে হবে তাহলে যেকোন ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ও মাটির গুণগত মান বজায় রাখতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসে এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে গবেষক ও ল্যাব সহকারীদের জন্য কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) শিক্ষক, গবেষক ও ল্যাব সহকারীদের জন্য ২ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের অত্যাধুনিক গবেষণা যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর Handson Training on "Operation & Maintenance of Molecular Biology Instruments at Central Laboratory of HSTU" শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের মলিকুলার বায়োলজি ইউনিট।

মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডীন প্রফেসর ড. ফাহিমা খানম, ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং এর পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন উর রশিদ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. শাহাদৎ হোসেন খান, কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের মলিকুলার বায়োলজি ইউনিটের ইনচার্জ ড. ইয়াছিন প্রধান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় গবেষণাগার উন্নয়ন কমিটির আহ্বায়ক এবং পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. এ টি এম শফিকুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও ল্যাব সহকারীরা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান বলেন, এই বিজয়ের মাসে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের মলিকুলার বায়োলজি ইউনিট এর ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। মলিকুলার বায়োলজি ইউনিটের যন্ত্রপাতি গুলো অনেক জটিল হওয়ায় এই সকল যন্ত্রাংশ আমরা যাতে দক্ষতার সাথে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়ার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন। শিক্ষক- গবেষকসহ ল্যাব সহকারীদেরও এই অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গবেষণাগুলো সফল হয় এবং আমরা এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হই। এর মাধ্যমে গবেষণার দিক দিয়ে হাবিপ্রবি আরও এগিয়ে যাবে এটাই প্রত্যাশা করি ।

হাবিপ্রবিতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব-এঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব-এঁর শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ০৮ আগস্ট হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব হলে স্থাপিত বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি প্রফেসর ড. বলরাম রায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. ফাহিমা খানম, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ, শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব হলের হল সুপার প্রফেসর রোজিনা ইয়াসমিন লাকি, বিভিন্ন হলের হল সুপারবৃন্দসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও হলের ছাত্রীরা।

এছাড়াও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব-এঁর শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে উক্ত হলের পক্ষ থেকে বাদ আছর দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

হাবিপ্রবিতে আন্তঃঅনুষদীয় শেখ কামাল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২২ এর উদ্বোধন



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য আন্তঃঅনুষদীয় শেখ কামাল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২২ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর দুপুর ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে উক্ত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন। এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, শেখ কামাল খেলাধুলা প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ফুটবল ক্লাব গঠন করে দেশের যুবকদের এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার নামেই আমাদের এই টুর্নামেন্ট। আমরা সারা মাসব্যাপী বিজয় উৎসব পালন করতে চাই । খেলাধুলাসহ সকল সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষ গ্র্যাজুয়েট হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি, তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই আন্ত:অনুষদীয় শেখ কামাল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি উক্ত টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ।

বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে হাবিপ্রবিতে "মুজিব কণ্ঠে মুক্তি" বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা



বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে (০১ ডিসেম্বর) হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের আয়োজনে এবং ডিবেটিং সোসাইটি অব এইচএসটিইউ এর সহযোগিতায় "মুজিব কণ্ঠে মুক্তি" বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা - ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকাল সাড়ে ৩ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র সভাকক্ষে উক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. শ্রীপতি সিকদার, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক মো. মাইন উদ্দিন। উপাচর্য মহোদয় বক্তব্যের শুরুতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। তিনি বলেন, এ ধরণের অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। এর মাধ্যমে তোমরা জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবনী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। আজকের এই উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য তিনি ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

হাবিপ্রবিতে "দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন" বিষয়ক আন্ত:হল বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২২ এর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত



বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের আয়োজনে এবং ডিবেটিং সোসাইটি অব এইচএসটিইউ এর সহযোগিতায় হাবিপ্রবিতে "দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন" বিষয়ক আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২২ এর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ এ উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক মো. মাইন উদ্দিন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাবিপ্রবিতে আন্তঃঅনুষদীয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২২ এর উদ্বোধন



হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য আন্তঃঅনুষদীয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে উক্ত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন।

বিভিন্ন পদে দায়িত্ব গ্রহণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ডীন

প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র হালদার

০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে হাবিপ্রবির উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র হালদার পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রফেসর ড. মো. মফিজউল ইসলাম

১৯ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে হাবিপ্রবির এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মফিজউল ইসলাম ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

প্রফেসর ড. মো. নাজিম উদ্দিন

০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে হাবিপ্রবির রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. মো. নাজিম উদ্দিন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হল সুপার

প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন

০১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে হাবিপ্রবির সয়েল সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন তাজউদ্দিন আহমেদ হলের হল সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরিচালক

প্রফেসর ড. এস. এস. হারুন-উর-রশীদ

১০ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে হাবিপ্রবির প্যাথলজি অ্যান্ড প্যারাসাইটোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. এস. এস. হারুন-উর-রশীদ ভেটেরিনারি টিচিং হাঁসপাতাল এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রফেসর ড. মো. জামাল উদ্দিন

০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে হাবিপ্রবির মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর ড. মো. জামাল উদ্দিন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেকশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর, হাবিপ্রবি

সম্পাদক

প্রফেসর ড. শ্রীপতি সিকদার
পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা

সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ

প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ
ফিসারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগ

জনাব মো. রাশেদ ফারুক
সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা

কৃষিবিদ কে.বি.এম. মুহিউদ্দিন নুর
প্ল্যানিং, ডেভলপমেন্ট অফিসার, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা